প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **কুমিল্লা**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **৩৫ টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**শালবন রাজার প্রাসাদ (শালবন বিহার)**		**কুমিল্লা সদর** দক্ষিণ বিজয়পুর	২৩°২৫'৩৩.৮" উ. ৯১°০৮'১৫.৯" পূ.	শিমলা গেজেট ০৭ জুলাই ১৯৪৫	খ্রিস্টীয় ৭ম হতে ৮ম শতক পর্যন্ত দেব বংশের শাসন আমলে চতুর্থ রাজা ভবদেব শালবন রাজার প্রাসাদ (শালবন বিহার) নির্মাণ করেন। বর্গাকার বিহারটির প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৫৫০ ফুট। চার বাহুতে সর্বমোট ১১৫টি ভিক্ষু কক্ষ, মধ্যভাগে ১টি বৌদ্ধ মন্দির এবং মূল মন্দিরের চারপাশে ছোট ছোট ১০টি মন্দির এবং ১২টি স্তুপের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়েছে। এখানে কয়েক দফা প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পোড়ামাটির ফলক, ব্রোঞ্জের মূর্তি, নকশাকৃত ইট ও মুদ্রাসহ বিভিন্ন প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে।
২.	**আনন্দ রাজার প্রাসাদ (আনন্দ বিহার)**		**কুমিল্লা সদর দক্ষিণ** বিজয়পুর (সেনানিবাসের অভ্যন্তরে)	২৩°২৬'৫৭.৬" উ. ৯১°০৭'৪৬.৭" পূ.	শিমলা গেজেট ০৭ জুলাই ১৯৪৫	খ্রিস্টীয় ৭ম হতে ৮ম শতক পর্যন্ত দেব বংশের শাসন আমলে তৃতীয় রাজা আনন্দদেব আনন্দ রাজার প্রাসাদ (আনন্দ বিহার) নির্মাণ করেন। এ পর্যন্ত পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে এ বিহারের অভ্যন্তরে শালবন বিহারের মত ১টি বিহারের কাঠামোর সন্ধান পাওয়া যায়। এ বিহারটি বর্গাকৃতির, যার প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ১৯৮ মিটার করে। প্রতিটি বাহুতে সুবিন্যস্ত ভিক্ষু কক্ষ রয়েছে। কক্ষগুলো একটি বিরাট ক্রুশ আকৃতির মন্দিরের চারপাশ ঘিরে অবস্থান করছে। এর উত্তরদিকের ঠিক মধ্যভাগে একটি প্রবেশদ্বার লক্ষ্য করা যায়।
৩.	**কুটিলা মুড়া (কুটিলা মুড়া বিহার)**		**কুমিল্লা সদর দক্ষিণ** বিজয়পুর (সেনানিবাসের অভ্যন্তরে)	২৩°২৭'২৮.৬" উ. ৯১°০৭'২৪.০" পূ.	শিমলা গেজেট ০৭ জুলাই ১৯৪৫	প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উন্মোচিত স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষের ভিত্তিতে কুটিলা মুড়াকে খ্রিস্টীয় ৭ম শতকের নির্মিত নিদর্শন বলে ধারণা করা হয়। তবে খননকালে এ প্রত্নস্থানে সবচেয়ে উপরের স্তরে খ্রিস্টীয় ১৩ শতকের আব্বাসীয় স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায়। নির্মাণ পরিকল্পনা, আকার, অলংকরণ ও নকশার দিক দিয়ে কুটিলা মুড়ায় প্রাপ্ত স্থাপত্যিক নিদর্শনগুলোর লালমাই-ময়নামতির তথা বাংলার ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ স্থাপত্যিক কাঠামো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে রয়েছে ৩ টি স্তুপ ও বৌদ্ধ মন্দির। এই তিনটি স্তুপ দ্বারা সম্ভবত বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিরত্নকে নির্দেশ করেছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	রূপবানি মুড়া		কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বিজয়পুর	-	শিমলা গেজেট ০৭ জুলাই ১৯৪৫	শালবন বিহারের ৫মাইল দক্ষিনে পশ্চিমে অবস্থিত। পৃষ্ঠদেশে প্রাপ্ত ইটের ভগ্নাংশ, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ও অন্যান্য উপকরণের ভিত্তিতে ধারণা করা যায় যে, রূপবানি মুড়া প্রত্নস্থানে স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।
৫.	রূপবান মুড়া (রূপবান মুড়া বিহার ও মন্দির)		কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বিজয়পুর	২৩°২৬'১১.২" উ. ৯১°০৭'৪৫.৩" পূ.	শিমলা গেজেট ০৭ জুলাই ১৯৪৫	এটি একটি বৌদ্ধ ধর্মের স্থাপনা। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এখানে ক্রুশাকৃতির ১টি মন্দির ও ১টি বৌদ্ধ বিহার আবিস্কৃত হয়েছে। রূপবান মুড়ায় আবিস্কৃত প্রত্নবস্তুর মধ্যে রয়েছে একটি বিশাল আয়তনের ধূসর বেলে পাথরের বৌদ্ধ মূর্তি। এছাড়া অন্যান্য প্রত্মবস্তুর মধ্যে স্বর্ণ নির্মিত বল, মুদ্রা ও ধাতু নির্মিত মূর্তি রয়েছে। এ প্রত্নস্থানটির আনুমানিক সময় ধরা হয় খ্রিস্টীয় ৮ম - ১০ম শতক।
৬.	ইটাখোলা (ইটাখোলা মুড়া বিহার ও মন্দির)		কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বিজয়পুর	২৩°২৬'১৯.৭" উ. ৯১°০৭'৪৫.৯" পূ.	শিমলা গেজেট ০৭ জুলাই ১৯৪৫	এটি রুপবান মুড়ার ২০০ মি: উত্তরে অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ১৯৮৫ সালে খনন কাজ পরিচালনা করে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এখানে পোড়ামাটির ইট দিয়ে নির্মিত একটি আয়তাকার বৌদ্ধ স্তূপ ও উত্তরদিকে ভিক্ষুদের বাসযোগ্য একটি বর্গাকার বিহারের নিদর্শন উন্মোচিত হয়। ইটাখোলা মুড়ায় মন্দির ও বিহার আবিস্কৃত হয়েছে। এ প্রত্নস্থানটির আনুমানিক সময় ধরা হয় খ্রিস্টীয় ৭ম - ৮ম শতক।
৭.	বৈরাগি মুড়া		কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বিজয়পুর (সেনানিবাসের অভ্যন্তরে)	২৩°২৭'২৯.৮" উ. ৯১°০৭'১৫.৩" পূ.	শিমলা গেজেট ০৭ জুলাই ১৯৪৫	এ প্রত্নস্থলটি কুটিলা মুড়ার প্রায় ১ কিমি উত্তর-পশ্চিমে টিলার উপর অবস্থিত। এখানে এলোমেলোভাবে ভাঙ্গা গাঁথুনি ও পাটকেলসহ হল ঘরের বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। ইতঃপূর্বে ঢিবিটি থেকে খ্রিস্টীয় দশ-এগার শতকের বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ একটি ধাতব অবলোকিতেশ্বরের মাথা আবিষ্কৃত হয়েছিল। বর্তমানে এটি ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.	বালাগাজীর মুড়া		**কুমিল্লা সদর দক্ষিণ** বার পাড়া বড় ধর্মপুর	-	শিমলা গেজেট ০৭ জুলাই ১৯৪৫	বালাগাজীর মুড়া প্রত্নস্থানের ১৮ মিটার উঁচু চূড়ায় প্রচুর পরিমাণ প্রাচীন ইট-পাটকেল এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। বিগত শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত এর উপর বেশ কয়েকটি প্রাচীন দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ টিকে ছিল। বর্তমানে অবশ্য অবশিষ্ট তেমন কিছুই দেখা যায় না।
৯.	চন্ডী মুড়া (মন্দির)		**কুমিল্লা সদর দক্ষিণ** বার পাড়া বড় ধর্মপুর	২৩°২১'১১.৭" উ. ৯১°০৭'৫৪.৪" পূ.	শিমলা গেজেট ০৭ জুলাই ১৯৪৫	চন্ডী মুড়া (মন্দির) উঁচু টিবির উপর অবস্থিত। জনশ্রুতি রয়েছে ৭ম শতাব্দীতে বৌদ্ধ রাজা দেব খড়গ তার স্ত্রী প্রতীভা দেবীর অনুরোধে তার স্মৃতিকে অমর করে রাখতে এখানে চন্ডী মন্দির ও এর পাশে আরও একটি শিব মন্দির নির্মাণ করেন। এর মধ্যে চন্ডী মন্দিরে স্বরসতী ও শিব মন্দিরে শিবমূর্তি স্থাপন করে পূজা অর্চনা করা হত। পরবর্তীতে খ্রি. ১৮ শতকে পাশাপাশি একই আদলে আরও ২টি মন্দির নির্মাণ করা হয়। বিদ্যমান মন্দির ৪টির শীর্ষদেশ স্তুপ সদৃশ।
১০.	ঘিলা মুড়া		**কুমিল্লা সদর** দক্ষিণ বিজয়পুর	২৩°২৪'০৪.৩" উ. ৯১°০৮'৩২.৩" পূ.	শিমলা গেজেট ০৭ জুলাই ১৯৪৫	এটি লালমাই পাহাড়ের পূর্ব পাশে এবং শালবন বিহার হতে প্রায় তিন কিমি দক্ষিণে অবস্থিত। টিবিটি সমতল হতে মাত্র ১০ মি: উচু। পৃষ্ঠদেশে প্রাপ্ত ইটের ভগ্নাংশ, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ও অন্যান্য উপকরণের ভিত্তিতে ধারণা করা যায় যে, ঘিলা মুড়া প্রত্নস্থানে স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১.	হাতিগাড়া (হাতিগাড়া মুড়া)		**কুমিল্লা সদর দক্ষিণ** বিজয়পুর, কোটবাড়ী	২৩°২৬'০৭.৮" উ. ৯১°০৭'০১.৫" পূ.	শিমলা গেজেট ০৭ জুলাই ১৯৪৫	প্রত্নতাত্ত্বিক খননে হাতিগাড়া প্রত্নস্থানে প্রাচীন স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষের ভিত্তিমূল উন্মোচিত হয়েছে। বর্গাকার এ কাঠামোটির প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৭ মিটার। ধারণা করা হয় যে, এটি কোন বৌদ্ধ স্তুপের ধ্বংসাবশেষ।
১২.	পাক্কা মুড়া		**কুমিল্লা সদর দক্ষিণ** বিজয়পুর, কোটবাড়ী	২৩°২৫'১২.০" উ. ৯১°০৬'৪৯.৮" পূ.	শিমলা গেজেট ০৭ জুলাই ১৯৪৫	প্রায় ২৫ মি. উঁচু এ টিলার চূড়ায় একটি প্রাচীন স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ আছে বলে অনুমান করা হয়। গত শতকের ষাটের দশকে পাক্কা মুড়ার পাশের জলাশয়টি স্থানীয়ভাবে সংস্কারকালে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়।
১৩.	উজিরপুর ঢিবি		**কুমিল্লা সদর দক্ষিণ**	২৩°২৫'৪৩.৩" উ. ৯১°০৭'০২.০" পূ.	শিমলা গেজেট ০৭ জুলাই ১৯৪৫	এটি ময়নামতি পাহাড়ের পশ্চিম পাড়ে এবং শালবন বিহার হতে ১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এটি গঠনে আয়তকার। ঢিবির বিন্যাস, পৃষ্ঠদেশে প্রাপ্ত ইটের ভগ্নাংশ, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ও অন্যান্য উপকরণের ভিত্তিতে ধারণা করা যায় যে, উজিরপুর ঢিবি প্রত্নস্থানে স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।
১৪.	রূপবান কন্যা মুড়া		**কুমিল্লা সদর দক্ষিণ**	-	শিমলা গেজেট ০৭ জুলাই ১৯৪৫	রূপবান কন্যা মুড়ার জমির উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল প্রচুর পাটকেল, খোলামকুচি, পোড়ামাটির ফলকের ভাঙ্গা টুকরো, অলংকৃত ইটের টুকরো ও বিলুপ্ত দেয়াল। এখান থেকে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তুর পাওয়া গিয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫.	কোটবাড়ী মুড়া		কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বিজয়পুর, কোটবাড়ী	২৩°২৬'১২.৪" উ. ৯১°০৭'১৫.০" পূ.	শিমলা গেজেট ০৭ জুলাই ১৯৪৫	এটি রূপবান মুড়ার সন্নিকটে অবস্থিত। ঢিবির বিন্যাস, পৃষ্ঠদেশে প্রাপ্ত ইটের ভগ্নাংশ, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ও অন্যান্য উপকরণের ভিত্তিতে ধারণা করা যায় যে, প্রত্নস্থানটিতে স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।
১৬.	ভোজ রাজার প্রাসাদ (ভোজ বিহার)		কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বিজয়পুর (সেনানিবাসের অভ্যন্তরে)	২৩°২৬'৩১.৫" উ. ৯১°০৭'৫৩.৫" পূ.	শিমলা গেজেট ০৭ জুলাই ১৯৪৫	এটি আনন্দ বিহারের প্রায় আধা কিমি দক্ষিণে কুটিলা মুড়ার সন্নিকটে অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে ভোজ রাজার প্রাসাদ প্রত্নস্থলটিতে বর্গাকার একটি বিহারের কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়েছে। এর সাধারণ বিন্যাস ভবদেব নির্মিত শালবন বিহারের অনুরূপ। এ বিহারে মোট ১২২টি ভিক্ষু কক্ষ রয়েছে। খননে উন্মোচিত স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য, শিল্পকর্ম ও প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলোর বিবেচনায় ভোজ রাজার প্রাসাদ (ভোজ বিহার)-এর নির্মাণকাল খ্রিস্টীয় ৮ম থেকে ১২শ শতক ধারণা করা হয়।
১৭.	ময়নামতি মাউন্ড - ১		কুমিল্লা সদর দক্ষিণ (সেনানিবাসের অভ্যন্তরে)	-	শিমলা গেজেট ০৭ জুলাই ১৯৪৫	চারপাশের সমতল ভূমি থেকে প্রত্নস্থানটির উচ্চতা প্রায় ৯.১৪ মি.। ঢিবিটির কেন্দ্রীয় অংশ এর চারপাশ থেকে আরও উঁচু। ঢিবির উপরে ভগ্ন ইটের টুকরো ও মৃৎপাত্রের টুকরো ছড়ানো অবস্থায় দেয়া যায়। ভূমির উপরের পৃষ্ঠ পর্যালোচনায় মনে হয় এখানে কোন স্থাপত্যিক কাঠামো ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।
১৮.	ময়নামতি মাউন্ড - ১ক		কুমিল্লা সদর দক্ষিণ (সেনানিবাসের অভ্যন্তরে)	-	শিমলা গেজেট ০৭ জুলাই ১৯৪৫	প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এ প্রত্নস্থলটিতে স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়েছে। খননে উন্মোচিত স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য ও প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলোর বিবেচনায় এ প্রত্নস্থানটির নির্মাণকাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় ৮ম থেকে ১২শ শতক ধারাণা করা হয়।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯.	**ময়নামতি মাউন্ড - ১খ**	-	**কুমিল্লা সদর দক্ষিণ** (সেনানিবাসের অভ্যন্তরে)	-	শিমলা গেজেট ০৭ জুলাই, ১৯৪৫	প্রত্নস্থানটির পৃষ্ঠদেশে ভগ্ন ইটের টুকরো ও মৃৎপাত্রের টুকরো ছড়ানো অবস্থায় দেয়া যায়। বর্তমানে এ মুড়াটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমতল করার ফলে স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গিয়েছে।
২০.	**ময়নামতি মাউন্ড - ২ক**		**কুমিল্লা সদর দক্ষিণ** (সেনানিবাসের অভ্যন্তরে)	-	শিমলা গেজেট ০৭ জুলাই, ১৯৪৫	ময়নামতি সেনানিবাস এলাকায় মাউন্ড-২ক নামক প্রত্নস্থলটি ৩ একর ২৫ শতাংশ ভূমি জুড়ে বিস্তৃ । ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ পরিচালনা করা হয়।
২১.	**ময়নামতি মাউন্ড - ২খ**		**কুমিল্লা সদর দক্ষিণ** (সেনানিবাসের অভ্যন্তরে)	-	শিমলা গেজেট ০৭ জুলাই ১৯৪৫	এ প্রত্নঢিবিটি উত্তর-দক্ষিণে আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত। স্থানীয়ভাবে এটা ‘দিঘাইল্যা মুড়া’ নামে পরিচিত। চারপাশের সমতল ভূমি থেকে প্রায় ৩০ মি. উঁচু টিবিটির উপরের পৃষ্ঠ সমতল।
২২.	**বড় কামতা মাউন্ড** (মহামায়া মাউন্ড)	-	**দেবিদ্বার** বড় কামতা	-	নম্বর-১৫৬১ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২০ (Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District-wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums, Page- 06)	ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী বড় কামতা প্রত্নস্থানটিকে আশরাফপুর তাম্রলিপির খড়গ-এর রাজধানী হিসেবে শনাক্ত করেন। এটি প্রায় ৮ মিটার উঁচু ঢিবি। এ প্রত্নস্থানটি মহামায়া ঢিবি হিসেবে পরিচিত। এখানে ৭ম-৮ম শতকের বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া যায়। এটি খড়গ যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে ধারণা করা হয়।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৩.	চার পত্র মুড়া		কুমিল্লা সদর দক্ষিণ (সেনানিবাসের অভ্যন্তরে)	২৩°২৮'২৫.৫" উ. ৯১°০৬'৫৬.২" পূ.	পাকিস্তান গেজেট ০৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১	১৯৫৬ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রত্নস্থানটিতে আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনার একটি ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়। খননে উন্মোচিত স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য ও প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলোর বিবেচনায় এ প্রত্নস্থানটির নির্মাণকাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১০ম থেকে ১২শ শতক ধারণা করা হয়।
২৪.	লতিকোট মুড়া বিহার		কুমিল্লা সদর দক্ষিণ	২৩°২৬'১৯.৪" উ. ৯১°০৭'৫৩.৫" পূ.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: সবিম/শাঃ৬/প্রত্নঃ অধিঃ-৮/৯৩/৩৪০ ২০ জুলাই ২০০৩	২০০৩-২০০৬ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে লতিকোট মুড়ায় ৩৩ টি ভিক্ষুকক্ষ বিশিষ্ট একটি বৌদ্ধ বিহারের ভীত নকশা উন্মোচিত হয়। বিহারটিতে পূর্ব বাহুর মাঝামাঝি স্থানে একটি মন্ডপ রয়েছে। বিহারে প্রবেশের প্রধান তোরণ উত্তর দিকে ছিল। উম্মোচিত স্থাপত্যশৈলী বিবেচনায় এর নির্মাণকাল খ্রিস্টীয় ৮ম থেকে ১৩শ শতক ধারণা করা হয়।
২৫.	কর্ণেলের মুড়া		কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বার পাড়া, বড় ধর্মপুর	২৩°২২'১৯.২" উ. ৯১°০৭'৫২.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ আগস্ট ২০০৬ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪৩৭)	ঢিবির পৃষ্ঠদেশে প্রাপ্ত ইটের ভগ্নাংশ, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ও অন্যান্য উপকরণের ভিত্তিতে ধারণা করা যায় যে, কর্ণেলের মুড়া ঢিবি প্রত্নস্থানে স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। তবে এখনও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ পরিচালনা করা হয়নি।
২৬.	রানী ময়নামতির প্রাসাদ ও মন্দির		বুড়িচং ময়নামতি	২৩°২৯'৪৬.৯" উ. ৯১°০৬'২৭.৫" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর. এফ-১৭-৮৭/৫৬ ২৮ নভেম্বর ১৯৫৭	বহুল প্রচলিত লোক গাথার চরিত্র রাণী ময়নামতি নামানুসারে এ স্থানটি 'রাণী ময়নামতির প্রাসাদ' নামে পরিচিত। তবে জানা যায় যে, ঢিবির মাঝামাঝি স্থানে ১৯ শতকের গোড়ার দিকে আগরতলার মহারাজা কুমার কিশোর মানিক্য তার স্ত্রীর জন্য একটি আধুনিক বাগানবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। সে কারণে ঢিবিটি 'রাণীর বাঙলো' নামে অধিক পরিচিতি পায়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে ঢিবির কেন্দ্রীয় উঁচু অংশে বেষ্টনী প্রাচীরসহ একটি প্রাচীন স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়। প্রাপ্ত নিদর্শনের ভিত্তিতে ধারণা করা হয়, রাণী ময়নামতির প্রাসাদ ৮ম-১২শ শতকে নির্মিত।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৭.	**প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী শচীন দেব বর্মণ-এর বাড়ি**		**কুমিল্লা আদর্শ সদর** চর্থা	২৩°২৭'২১.৫" উ. ৯১°১১'১৯.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ (১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং-৮০৬)	ত্রিপুরার চন্দ্রবংশীয় মানিক্য রাজপরিবারের সন্তান শচীন দেব বর্মণের ছোটবেলা থেকে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ছিল। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে অল ইন্ডিয়ান মিউজিক কনফারেন্সে তিনি গান গেয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শচীন দেববর্মণ ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর এ বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।
২৮.	**সতের রত্ন মন্দির**	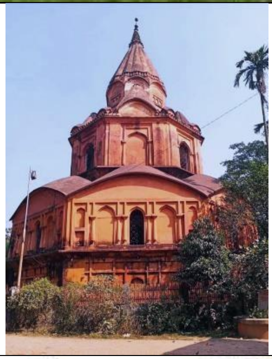	**কুমিল্লা আদর্শ সদর**	২৩°২৭'৪৪.১" উ. ৯১°১২'৩৯.১" পূ.	পাকিস্তান গেজেট ২৩ মে ১৯৬৩	সতের রত্ন মন্দিরটি অষ্টকোণাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। মন্দিরের বাহির দেয়ালের আটটি বাহুর প্রত্যেকটিতে একটি করে খিলানাকার প্রবেশপথ রয়েছে। মন্দিরের চতুর্থ তলাটি একটি একক এককোঠা বিশিষ্ট শিখর মন্দির। তিন তলার আট কোণের প্রতিটির উপর ছাদ পর্যন্ত একটি করে শিখর বা রত্ন রয়েছে। দুই তলার ছাদেও অনুরূপ আটটি রত্নের চিহ্ন লক্ষ করা যায়। খ্রিস্টীয় ১৭ শতকে ত্রিপুরার অধিপতি মহারাজা দ্বিতীয় রত্ন মানিক্য মন্দিরটি নির্মাণ করেন।
২৯.	**রাণীর কুঠি**		**কুমিল্লা আদর্শ সদর**	২৩°২৮'০০.২" উ. ৯১°১০'৪৬.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩০ এপ্রিল ২০০৯	ত্রিপুরার রাজাদের অস্থায়ী নিবাস হিসেবে কুমিল্লার এ কুঠিটি ব্যবহৃত হত। পরবর্তীতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃক এ কুঠিটি ব্যবহৃত হয়েছে।
৩০.	**চিতড্ডা মসজিদ**		**বরুড়া** চিতড্ডা	-	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর: শা: এ/১ এ ২৯/৯০-৮৪ ২৯ জানুয়ারি ১৯৯৪	মসজিদটি তিন গম্বুজসহ উচ্চ কাঠামোর উপর আয়তাকারভাবে নির্মিত। প্রাপ্ত শিলালিপি অনুযায়ী মোহাম্মদ জামাল নামক জনৈক ব্যক্তি ১৭৭৪ সালে মসজিদটি নির্মাণ করেন। স্থানীয়ভাবে অপরিকল্পিত নির্মাণ ও সংস্কারের ফলে মসজিদটির আদি বৈশিষ্ট্য অনেকাংশ নষ্ট হয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩১.	অর্জুন তলা মসজিদ		বরুড়া অর্জুনতলা	-	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর: শা: ৬/প্রত্ন- অধি-৪৫/৯১/২৫৮/১ ০৯ এপ্রিল ১৯৯৬	মোগল আমলের শেষের দিকে অর্জুনতলা মসজিদটি তিন গম্বুজসহ আয়তাকারভাবে নির্মিত। স্থানীয়ভাবে অপরিকল্পিত নির্মাণ ও সংস্কারের ফলে মসজিদটির আদি বৈশিষ্ট্য অনেকাংশ নষ্ট হয়েছে।
৩২.	নবাব ফয়জুন্নেসা জমিদার বাড়ি		লাকসাম	২৩°১৩'৪৭.২" উ. ৯১°০৬'৪৮.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩১ আগস্ট ২০১৭ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৬৩০)	১৮৯৪ সালে নবাব ফয়জুন্নেচ্ছা এ অসাধারণ ও নান্দনিক শৈলীর বাড়িটি নির্মাণ করেন। বাড়িটিত তোরণযুক্ত সীমানা প্রাচীর, বৈঠকখানা, দোতলা প্রাসাদ এবং সানবাঁধানো ঘাট রতয়তে।
৩৩.	বড় শরীফপুর মসজিদ		মনোহরগঞ্জ শরীফপুর	২৩°০৯'৩০.৪" উ. ৯১°০০'২২.৮" পূ.	নম্বর: ৬০-এ আর/৪৬ ১৬ মে ১৯৪৬ (Ref- Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums, Page- 06)	জনশ্রুতি রয়েছে বড় শরীফপুর মসজিদটি ১৭০৭ সালে মুহম্মদ হায়াত আব্দুল করিম কর্তৃক নির্মিত। মসজিদটির অলংকৃত তিনটি মিহরব রয়েছে। তিনগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির দেয়ালে জ্যামিতিক নকশা ছাড়া বর্তমানে তেমন কোন অলংকরণ দেখা যায় না। তবে মসজিদটির গম্বুজে এবং দেয়ালের উপরের অংশে মারলন নকশা দেখা যায়।
৩৪.	সিঙ্গাচোঁ ভূঁইয়া বাড়ি জামে মসজিদ		বরুড়া	২৩°২৫'১৪.৩" উ. ৯১°০৩'৩৭.৫" পূ.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১৩৬.২২.১০১ ০১ মার্চ ২০২২	তিন গম্বুজ বিশিষ্ট সিঙ্গাচোঁ ভূঁইয়া বাড়ি মসজিদটি আয়তাকার ভূমি নকশায় নির্মিত। মসজিদের নির্মাণ উপকরণ হিসেবে পাতলা ইট ও চুন-সুরকির মসলার গাঁথুনী ব্যবহার করা হয়েছে। মোগল নির্মাণশৈলীতে নির্মিত মসজিদটির কারুকার্য খচিত ফুল, লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নকশার অলংকরণ রয়েছে। মসজিদ অভ্যন্তরের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মেহরাব এবং পূর্ব দেয়ালে তিনটি দরজা রয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৫.	পাঁচথুবি মন্তের মুড়া (মহন্তের মুড়া)		কুমিল্লা সদর	২৩.৪৮.২৬.২৫. উঃ ৯১.২০.৭২.৭৮.৯৭ পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩১ আগস্ট ২০২৩ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৬০)	কুমিল্লা শহরের উপকণ্ঠে কয়েক কিলোমিটার উত্তর পূর্বদিকে এটি অবস্থিত। অনুমান করা হয় যে, এটি ছিল বৌদ্ধ স্তুপ। স্থানীয়দের মতে পাঁচথুবির পাঁচটি মুড়ার মধ্যে এ মন্তের মুড়া প্রত্নস্থান একটি। মন্তের মুড়া হলো কথিত মহন্ত রাজার বাড়ি। তবে বিএস রেকর্ড অনুযায়ী মন্তের (মহন্তের) প্রত্নস্থানটি নরসিংহ বিগ্রহ মন্দিরের দেবত্তোর সম্পত্তি। সাম্প্রতিক খননে ইট দিয়ে নির্মিত মেঝে ও চওড়া দেয়ালের স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ ও বিভিন্ন নমুনা, অলংকৃত ইটসহ বিভিন্ন ধরণের প্রত্নবস্তুও উন্মোচিত হয়েছে। ধারণা করা যায় যে এটি সপ্তম থেকে দশম শতকে নির্মিত।